OCT 86

শিশুদের উপযুক্ত পরিবেশে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

একই স্থানে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। এতিমদের জন্য একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতে হেরম্যান মেইনারের অবদানের কথা স্মরণ করেন, যেখানে তারা মাতৃস্নেহে লালিত পালিত হয়। তিনি বলেন, এটা ছিল তাঁর স্বপ্ন এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে এসওএস ভিলেজ ও স্কুল গড়ার মাধ্যমে তিনি এর বাস্তবায়ন করেন।

শিশুদের কল্যাণে তাঁর সরকারের বিভিন্ন প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বিভিন্ন শহরে শিশু একাডেমী ও শিশুপার্ক গঠন ছাড়াও এতিমদের লালন পালনের জন্য ৭০টি শিশু সদন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তিনি বলেন, শিশুরা যাতে মাতৃস্নেহ ও পারিবারিক পরিবেশে বড় হয়ে ওঠতে পারে। সেজন্য সরকার এসওএস-এর অনুসারে এইসব সদনে একটি উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায়। রাষ্ট্রপতি বলেন যে, এই কর্মসূচীতে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৬ কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার পরিচালিত ৩৭টি শিশু সদনে 'শিশু পরিবার' গড়ে তোলা হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের শিশুদের কল্যাণে সরকারের এইসব প্রচেষ্টা যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন যে, সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে গ্রাম পর্যায়ে শিশু কল্যাণ সার্ভিস সম্প্রসারণ করা।

বাংলাদেশে এসওএস ইন্টারন্যাশনালের অবদানের কথা স্মরণ করে রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, তাদের লালিত পালিত ৪৭টি মেয়েকে বিয়ে দেয়া হয়েছে, ৩২টি ছেলে স্বনির্ভর হয়েছে, ৪ জন মেধাবী ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং একজন বাংলাদেশ সামরিক একাডেমীতে পড়াশুনা করছে।

রাষ্ট্রপতি এরশাদ বলেন, এসওএস-এর ভিলেজের মত আরো শিশু পরিবার গঠন যথাযথ শিক্ষা ও পরিচর্যার সঙ্গে এতিমদের বড় করে তোলার সহায়ক হবে। বাংলাদেশে এসওএস সার্ভিস প্রসারিত করতে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণের জন্য রাষ্ট্রপতি সংগঠনের প্রেসিডেন্ট হেলমুট কুটিনকে ধন্যবাদ জানান।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী আনিসুল ইসলাম মাহমুদ, সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী রেজোয়ানুল হক চৌধুরী, এসওএস প্রেসিডেন্ট হেলমুট কুটিন, সমাজকল্যাণ সচিব আজিজুল হক এবং এসওএস প্রকল্প পরিচালক শেখ নিয়ামত আলীও বক্তৃতা করেন।

হেলমুট কুটিন রাষ্ট্রপতির ত্রাণ তহবিলে পশ্চিম জার্মানীর এসওএস ভিলেজের প্রদত্ত ৩ লাখ টাকার একটি চেক রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন। নাস্তা থেকে বাঁচিয়ে শিশুদের প্রদত্ত ৮ হাজার টাকার একটি চেক রাষ্ট্রপতির কাছে হস্তান্তর করেন প্রকল্প পরিচালক।

রাষ্ট্রপতি পরে একটি প্রস্তর ফলক উন্মোচন করে আনুষ্ঠানিকভাবে সলেজের উদ্বোধন করেন। এর আগে তিনি স্কুলের শ্রেণীকক্ষ পরিদর্শন করেন। তিনি স্কুল ছাত্রদের আয়োজিত একটি বিজ্ঞান মেলাও পরিদর্শন করেন।

এসওএস ভিলেজে লালিত পালিত উড়িরচর থেকে আনীত চারটি শিশুকে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ১৯৮৬ সালের সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসের পর রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণে এদের আনা হয়েছিল।

স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, উপ-প্রধানমন্ত্রী অধ্যাপক এম এ মতিন, মন্ত্রীবর্গ, নৌবাহিনী প্রধান, কূটনীতিকবৃন্দ এবং পদস্থ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

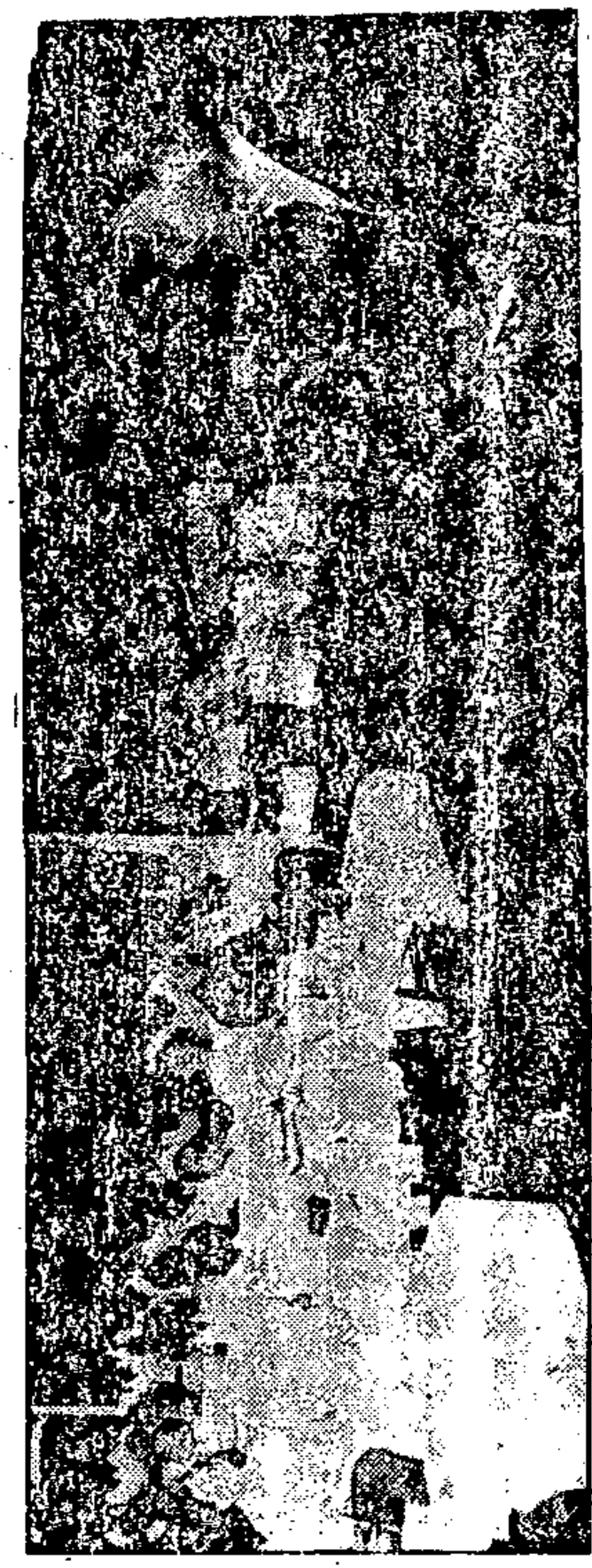

রাষ্ট্রপতি এরশাদ গতকাল মিরপুরে এসওএস ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক স্থাপিত হেরম্যান মেইনার কলেজ-এর উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন